ত্রিপুরা সরকার
তথ্য ও সংস্কৃতি অধিকার
****

স- ৫০৮

আগরতলা, ১৯ মে, ২০১৭

স্বাস্থ্য পরিষেবার ক্ষেত্রে রাজ্যের অগ্রগতি সারা দেশের মধ্যেই উল্লেখযোগ্য ঃ স্বাস্থ্যমন্ত্রী

রাজ্যের স্বাস্থ্য পরিষেবার উন্নয়নের মুকুটে যুক্ত হল আরও দু'টি নতুন পালক। আই জি এম হাসপাতালে আজ একই সাথে উদ্বোধন হল প্রধানমন্ত্রী জাতীয় ডায়ালাইসিস কর্মসূচী ও অসংক্রামক রোগের (এন সি ডি) ক্লিনিক । স্বাস্থ্যমন্ত্রী বাদল চৌধুরী এই দু'টি কর্মসূচীর উদ্বোধন করেন । আই জি এম হাসপাতালের পাশে টি বি এসোসিয়েশনের হলে আজ সকালে এ উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে উদ্বোধকের ভাষণে স্বাস্থ্যমন্ত্রী বাদল চৌধুরী বলেন, সকলের জন্য স্বাস্থ্য কর্মসূচী রূপায়ণে রাজ্য সরকার বদ্ধপরিকর । এ কাজে তিনি দলমত নির্বিশেষে দেশপ্রেমিক মানুষকে আরও বেশি করে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান ।

উল্লেখ্য, আই জি এম হাসপাতাল সহ রাজ্যের আরও ৪টি জেলা হাসপাতালে ডায়ালাইসিস সেন্টার প্রতিস্থাপনের জন্য গত ১৯ জানুয়ারী,২০১৭ স্বাস্থ্য দপ্তর ও জাতীয় স্বাস্থ্য মিশন, ত্রিপুরার সাথে পশ্চিমবঙ্গের 'এসকেম সঞ্জীবনী প্রাইভেট লিমিটেড'-এর মধ্যে একটি মউ স্বাক্ষরিত হয় । তারই অঙ্গ হিসেবে আই জি এম হাসপাতালে আজ ডায়ালাইসিস সেন্টার চালু করা হয় । অসংক্রামক রোগ যেমন হৃদরোগ, বহুমূত্র, ক্যান্সার, বৃক্ক ও শ্বাসজনিত ইত্যাদি রোগের যত দ্রুত সম্ভব রোগ নির্ণয় ও চিকিৎসা পরিষেবা দেওয়ার জন্য নন- কমিউনিক্যাবল ডিজিস বা অসংক্রামক ক্লিনিক খোলা হয়েছে । এখানে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকরা রোগীদের রোগ প্রতিরোধে প্রতিনিয়ত পরামর্শ ও চিকিৎসা পরিষেবা প্রদান করবেন ।

অনুষ্ঠানে স্বাস্থ্যমন্ত্রী বাদল চৌধুরী বলেন, স্বাস্থ্য পরিষেবার ক্ষেত্রে এ রাজ্যের অগ্রগতি সারা দেশের মধ্যে উল্লেখযোগ্য । শিশু মৃত্যুর হারে রাজ্য কয়েক বছর আগেও ২৬-এ ছিল । এখন তাকে জাতীয় হারের চাইতে অনেক নীচে নামিয়ে ২০-এ আনা গেছে । আমাদের লক্ষ্য আগামী ৩ বছরের মধ্যে শিশু মৃত্যুর হারকে ১৫-এ নামিয়ে আনা । সরকার এ জন্য স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে জননী ও শিশু সুরক্ষা ক্ষেত্রকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়েছে । স্বাস্থ্যমন্ত্রী বলেন, রাজ্য সরকারের উন্নয়নের অগ্রাধিকারের অন্যতম ক্ষেত্র হল শিক্ষা ও স্বাস্থ্য । এ জন্য বাজেটের সর্বাধিক ব্যয় করা হয় শিক্ষায় । স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে ব্যয় করা হয় ৬ শতাংশ অর্থ । এর ফলশ্রুতিতে সাক্ষরতায় ত্রিপুরা দেশে এক নম্বর স্থান অর্জন করেছে । রাজ্যের ৯৫ শতাংশ মানুষ সরকারী স্বাস্থ্য পরিষেবার সুযোগ গ্রহণ করছে ।

স্বাস্থ্যমন্ত্রী বাদল চৌধুরী বলেন, ক্যান্সার ও ডায়াবেটিস রোগীর সংখ্যা রাজ্যে বাড়ছে । ক্যান্সার হাসপাতালকে জাতীয় মানের করতে সমস্ত রকমের যন্ত্রপাতি দিয়ে উন্নত করা হচ্ছে । ডায়াবেটিস রোগে, কিডনির রোগে যারা ভুগছেন তাদের স্বাস্থ্য পরিষেবা দিতে জি বি হাসপাতালের ****(২)****

উপর চাপ কমাতেই আই জি এম হাসপাতালে এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে । তিনি বলেন, কিডনির রোগীদের ডায়ালাইসিস করার জন্য আরও চারটি জেলা হাসপাতালে ডায়ালাইসিস সেন্টার খোলা হবে । সবগুলির জন্য অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছে । আগামী কয়েক মাসের মধ্যে এই সেন্টারগুলির যাবতীয় কাজ শেষ করা হবে বলে তিনি জানান । স্বাস্থ্যমন্ত্রী আরও জানান, রাজ্যের বিভিন্ন স্বাস্থ্য কেন্দ্রে ৪০টি অসংক্রামক ক্লিনিক খোলারও উদ্যোগ নেয়া হয়েছে । উদ্দেশ্য হল আধুনিক চিকিৎসা পদ্ধতির ব্যবস্থা প্রতিস্থাপন করে মানুষের কাছে উন্নত চিকিৎসা পরিষেবা পৌঁছে দেওয়া । এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, রাজ্যে এখন অনেক বেসরকারী হাসপাতাল, নার্সিংহোম, ক্লিনিকেল সেন্টার, ল্যাবেরেটরি কাজ করছে । তাদের কাজকে আমরা উৎসাহিত করতে চাই । কিন্তু শুধু একটাই শর্ত, রাজ্যের যে নিয়মকানুন, আইন পদ্ধতি আছে তা মেনে চলতে হবে । স্বাস্থ্যমন্ত্রী বাদল চৌধুরী হাসপাতালের পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা, গ্রামাঞ্চলে অ্যাম্বুলেন্স পরিষেবাকে আরও শক্তিশালী করার উপর গুরুত্বারোপ করেন ।

অনুষ্ঠানে স্বাস্থ্য ও রোগ প্রতিরোধক দপ্তরের অধিকর্তা ডাঃ এন ডার্লং বলেন, অসংক্রামক রোগ দিন দিন বাড়ছে । এর জন্য সবাইকে সতর্ক হওয়ার পাশাপাশি জীবনশৈলীর মধ্যে কু-অভ্যাসগুলি বর্জন করতে হবে । স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তরের অধিকর্তা ডাঃ জে কে দেববর্মা বলেন, রাজ্যের সাধারণ ও গরীব মানুষের কাছে এই পরিষেবা খুবই কার্যকর হবে । যারা সম্পূর্ণ রূপে সরকারী পরিষেবার উপর নির্ভরশীল তাদের দিকে নজর রেখেই স্বাস্থ্য দপ্তর কাজ করছে বলে তিনি জানান । অনুষ্ঠানে স্বাগত ভাষণ দেন জাতীয় স্বাস্থ্য মিশনের এম ডি ড. শৈলেশ কে যাদব । সভাপতিত্ব করেন আই জি এম হাসপাতালের সুপারিনটেনডেন্ট ডাঃ রাধা দেববর্মা । অনুষ্ঠান শেষে স্বাস্থ্যমন্ত্রী বাদল চৌধুরী সহ অতিথিগণ আই জি এম হাসপাতালে ডায়ালাইসিস সেন্টার ও অসংক্রামক ক্লিনিক পরিদর্শন করেন এবং রোগীদের সাথে কথা বলেন ।

****

This document was created using SmartPDF Converter
To remove this message purchase the product at www.SmartPDFConverter.com